তারিখ ... 10 JUL 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

সিএ ফার্মের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ

জবি'র দখল হওয়া ৬টি হলের কাগজপত্র পাওয়া গেছে

সরকারী হস্তক্ষেপে বাকী ৬টি হলও ফিরে পাওয়া সম্ভব : ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল উদ্ধারের লক্ষ্যে গঠিত সিএ ফার্মটির রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রাপ্ত সিএ ফার্মটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৬টি হলের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। বাকী ৬টি হলের কাগজপত্র না পাওয়া গেলেও সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে তা উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল (বুধবার) সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার ড. সিরাজুল ইসলাম খান।

জানা গেছে, গত বছরের নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ এ ব্যাপারে মুসিহ মুহিত হক এন্ড কোং কনসোর্টিয়ামের সাথে চুক্তি হয়। পরে প্রতিষ্ঠানটি নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে কাজও শুরু করে। এর আগে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী রিপোর্ট প্রদান করে তারা। সর্বশেষ চূড়ান্ত রিপোর্ট গত ২৯ জুন প্রদান করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৮ জুই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট তা প্রেরণ করেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর ৫৬ (২) ঙ ধারা এবং ৪৭ সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ৪০ বছরের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও সম্পদের পরিসংখ্যানপত্র তৈরী করেছে প্রতিষ্ঠানটি। রিপোর্ট তৈরী করার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে পরিসংখ্যানপত্র করা হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯ অক্টোবর ২০০৫ সাল পর্যন্ত ও ২০ অক্টোবর ২০০৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত এবং ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত। কাগজপত্র পাওয়া ৬টি হলের মধ্যে রয়েছে শহীদ আনোয়ার সফিক হল, শহীদ আজমল হোসাইন হল, বাণী ভবন, শহীদ সাহাবউদ্দীন হল, তিকাত হল এবং আব্দুর রহমান হল। এই হলগুলোর মধ্যে ৩টি পুলিশের দখলে রয়েছে এবং বাকী ৩টি ভূমি আলিয়াতি চক্রের দখলে রয়েছে বলে জানা গেছে। বাকী ৬টি হলের কি হবে? এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিক ইনকিলাবকে জানান, আমরা সরকারের সহযোগিতা চাই, সরকার ইচ্ছা করলে তাও পাওয়া যেতে পারে।

জানা যায়, ঐ হলগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৭, ২০, যদুনাথ বসাক লেনের আব্দুর রউফ মজুমদার হল, ১৫, ১৬ যদুনাথ বসাক লেনের সাইদুর রহমান হল, ২৬ মাহুতটুলির বজলুর রহমান হল, যা বর্তমানে জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে রয়েছে। টিপু সুলতান রোডের শহীদ নজরুল ইসলাম হল, পাটুয়াটুলির শহীদ আজমল হোসাইন হল, বংশালের ডা: হাবিবুর রহমান হল, তাঁতীবাজারের শহীদ সাহাবউদ্দীন হলের কাগজপত্র রয়েছে। তবে পাটুয়াটুলির কর্মচারী আবাসও রয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ক্রমউন নামের একটি মার্কেট নির্মাণ করছে পাটুয়াটুলিতে। যদিও কাগজপত্র ডিসিসি'র কাছেও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিসিসি 'ক্রাউন' মার্কেটটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে প্রস্তুত রয়েছে, তবে সরকারের গ্রীণ সিগন্যাল লাগবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম খতিয়ে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিককে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া হলের রিপোর্টের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ এর ২৭(৪) ধারার সংশোধনী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তবে হলগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে বর্তমান সরকার আর কোন পদক্ষেপ না নিলে রাজনৈতিক সরকার তা নিতে পারবে কিনা? এমন আশংকা প্রকাশ করছে শিক্ষার্থীরা। তাই দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী বলে জানিয়েছেন তারা।